সপ্তম অধ্যায়

কৃষি

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজিও জাতীয় কৃষি নীতি সামনে রেখে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকার দায়বদ্ধ। গত কয়েক বছর ধরে খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় অব্যাহতভাবে একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হবে ৩৯৬.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল ৩৮৮.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ২০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় খাদ্যশস্য (গম) আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন। তবে বেসরকারি খাতে মোট ৪০.০০ লক্ষ মেট্রিক টন চাল ০.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ৩৯.৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছে । চলতি অর্থবছরে মোট ১৭,৫৫০.০০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১২,১৫৮.৭১ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৬৯ শতাংশ। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা ও কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তির পদ্ধতি সহজতর করা হয়েছে। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে ৯,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় এবং চাষকৃত বদ্ধ জলাশয় থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত গবাদিপ্রাণির জন্য ১.১৫ লক্ষ ও পোল্ট্রির জন্য ১৬.০৮ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়েছে।

কৃষি বাংলাদেশের অন্যতম অর্থনৈতিক খাত। বর্তমানে (২০১৬-১৭ অর্থবছরে) দেশের জিডিপিতে কৃষি খাত (ফসল, বন, প্রাণিসম্পদ এবং মৎস্য) এর অবদান ১৪.৭৯ শতাংশ, শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৩ অনুয়ায়ী শ্রমশক্তির প্রায় ৪৫ শতাংশ এখাতের সাথে জড়িত। সেবা খাতের প্রবৃদ্ধিতে এখাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

কৃষি ব্যবস্থাপনা

দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা সরকারের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে দেশজ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নকে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, উন্নতমানের ও উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পরমাণু ও জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং স্বল্প-সময়ের শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল উপকূলীয় এলাকা ধান চাষের আওতায় আনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। স্বল্প-সময়ে উৎপাদিত শস্যের জাত চাষের ফলে দেশের উত্তরাঞ্চলে খাদ্যাভাব দূর করে মঙ্গার অভিঘাত হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ ও সেচ যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, লক্ষ্যভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ ও এর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, কৃষি উপকরণে পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান, কৃষিজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণসহ সকল কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও হাওর এলাকায় পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ ও একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। একইসাথে কৃষক পর্যায়ে কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছিল ৩৮৮.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন। তন্মধ্যে, আউশ ২২.৮৯ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩৪.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৮৯.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ১৩.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন ও ভূট্টা ২৭.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন। বিবিএস এর সাময়িক হিসাব

অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে আউশ ২১.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন, উৎপাদন হয়েছে এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী এ অর্থবছরে ভুট্টার উৎপাদন হয়েছে ৩৪.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন। চলতি অর্থবছরে আমন, বোরো ও গমের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ১৩৫.৩০ লক্ষ, ১৯১.৫৩ লক্ষ ও ১৪.৩১ লক্ষ মেট্রিক টন ধরা হয়েছে, যা অর্জিত হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। সারণি ৭.১ -এ ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.১ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (লক্ষ্যমাত্রা)
আউশ	**২২.১৮**	২১.৩৩	২৩.৩৩	২১.৫৮	২৩.২৬	২৩.২৮	২২.৮৯	২১.৩৫(প্রকৃত)
আমন	১২৬.৬০	১২৭.৯১	১২৭.৯৮	১২৮.৯৭	১৩০.২৩	১৩১.৯০	১৩৪.৮৩	১৩৫.৩০
বোরো	১৮৫.২৫	১৮৬.১৭	১৮৭.৫৯	১৮৭.৭৮	১৯০.০৭	১৯১.৯২	১৮৯.৩৮	১৯১.৫৩
মোট চাল	**৩৩৪.০৩**	**৩৩৫.৪১**	**৩৩৮.৯০**	**৩৩৮.৩৩**	**৩৪৩.৫৬**	**৩৪৭.১০**	**৩৪৭.১০**	**৩৪৮.১৮**
গম	১০.৩৯	৯.৭২	৯.৯৫	১২.৫৫	১৩.০২	১৩.৪৮	১৩.৪৮	১৪.৩১
ভুট্টা*	১৩.৭০	১৫.৫২	১৯.৫৪	২১.৭৮	২৫.১৬	২৩.৬১	২৭.৫৯	৩৪.৩৯
মোট	**৩৫৮.১২**	**৩৬০.৬৫**	**৩৬৮.৩৯**	**৩৭২.৬৬**	**৩৮১.৭৪**	**৩৮৪.১৯**	**৩৮৮.১৭**	**৩৯৬.৮৮**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো,*কৃষি মন্ত্রণালয়

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

২০১৫-১৬ অর্থবছরে সরকারিভাবে মোট খাদ্যশস্য সংগ্রহের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৬.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৪.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ২.০০ লক্ষ মেট্রিক টন)। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শুধুমাত্র বোরো ও আমন ফসল থেকে চাল সংগৃহীত হয়েছিল ১০.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন, গম সংগৃহীত হয়েছিল ২.০০ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ মোট ১২.৩৩ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য সংগৃহীত হয়েছিল। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ২০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৮.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ২.০০ লক্ষ মেট্রিক টন)। তন্মধ্যে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত বোরো এবং আমন ফসল থেকে ৭.৫৭ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হয়েছে।

খাদ্যশস্য আমদানি

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) সার্বিকভাবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় দেশে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন, যা সম্পূর্ণ গম। সরকারি পর্যায়ে এ বছর কোন চাল আমদানি করা হয়নি। তবে এ সময়ে বেসরকারি খাতে ০.৪২ লক্ষ মে. টন চাল ও ৩৯.৫৮ লক্ষ মে. টন গমসহ মোট ৪০.০০ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে ।

সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ

সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারি ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। এর আওতায় নগদ সহায়তা (monetised) আকারে যেমন-ওপেন মার্কেট সেল (ওএমএস), ফেয়ার প্রাইজ কার্ড, ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারি, মুক্তিযোদ্ধা, গার্মেন্টস শ্রমিক ও অন্যান্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বা সরাসরি খাদ্য সহায়তা (non-monetised) হিসেবে যেমন-কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), টেস্ট রিলিফ(TR), ভারনারেবল গ্রুপ ফিডিং (VGF), ভারনারেবল গ্রুপ উন্নয়ন (VGD), গ্রাটিসাস রিলিফ (GR) ও অন্যান্য খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়।

গত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে সরকারিভাবে ২২.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় (নগদ সহায়তা খাতে ৮.৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং সরাসরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে ১২.০১ লক্ষ মেট্রিক টন)। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে ২৩.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে। এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত নগদ সহায়তা খাতে যেমন-এসেনসিয়াল প্রায়োরিটি (ইপি), আদারস প্রায়োরিটি (ওপি), বৃহৎ জনবল (এল.ই), ওএমএস, ফেয়ার প্রাইজ কার্ড, ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা, গার্মেন্টস শ্রমিক) ৮.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং সরাসরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে (কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর ও অন্যান্য) ৪.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ সর্বমোট ১২.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা

চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত দেশে খাদ্য গুদামসমূহের মোট ধারণক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ২০.২৩

লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে একই সময়ে ছিল ২০.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন।

নিরাপদ খাদ্য

জনসাধারণের জন্য ভেজালমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ গত ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ থেকে কার্যকর করা হয়েছে এবং ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ থেকে 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আইনটি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে জনসচেনতা তৈরি, আইনটির মৌলিক বিষয়সমূহের উপর সম্যক ধারণা ও সঠিক প্রয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বয় করবে। সমগ্র দেশে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সকল খাদ্য ও খাদ্য উপাদান উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, প্রস্তুতকরণ ও বিপণন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং উৎকৃষ্ট পদ্ধতির অনুশীলন ও তা অনুশীলনে উপাত্ত বিশ্লেষণ, সমাধান প্রভৃতি কার্যক্রম 'বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ' এর দায়িত্বের মধ্যে থাকবে। নিরাপদ খাদ্য আইনের সুষ্ঠ বাস্তবায়নে আইন সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় দলিলাদি প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে একটি পাঁচসালা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে 'নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কাউন্সিল' এর অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

বীজ উৎপাদন ও বিতরণ

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উন্নতমানের বীজ একটি অন্যতম প্রধান ও মৌলিক কৃষি উপকরণ। ভাল বীজ এককভাবে ফসলের ফলন ১৫-২০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম। বর্তমানে বিভিন্ন ফসলের জন্য চাহিদামাফিক মানসম্মত বীজের উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারি খাত থেকে সরবরাহ করা হয়। কিছু সংখ্যক বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও ভাল বীজ, মূলতঃ হাইব্রীড ধান, ভূট্টা এবং শাক-সবজির বীজ সরবরাহের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মানসম্পন্ন বীজের কিছু অংশ ব্যক্তি ব্যবস্থাপনায়, বিশেষ করে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সারা দেশে ২৪টি দানা শস্য বীজ উৎপাদন খামার, ২টি পাট বীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু বীজ উৎপাদন খামার, ৩টি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামার, ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার ও ৭৫টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে । এছাড়া, এ সংস্থা ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও চাষি পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারাদেশে ৭৫টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের আওতায় চাষি সংখ্যা ৭৪,৩২৭ থেকে বৃদ্ধি করে ৯১,৪৮৭ জনে উন্নীত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জরিপকৃত জমির পরিমাণ ১,৯৫,৮৪৭ হেক্টর।

বাংলাদেশে বীজের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে চলতি ২০১৬-১৭ মৌসুমে বিএডিসি মোট ১.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত মোট ১.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। বিএডিসির নিজস্ব খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবছরের প্রকৃত উৎপাদন ও বিতরণ এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরের উৎপাদন ও বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা সারণি ৭.২-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.২ঃ বিএডিসির বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

(মেট্রিক টন)

বীজের নাম	২০১৪-১৫		২০১৫-১৬		২০১৬-১৭	
	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন(লক্ষ্যমাত্রা)	বিতরণ (লক্ষ্যমাত্রা)
ধান বীজ	৮২৪২৩	৮৪৯০১	৮০৫৪৬	৭৪৬০৭	৮০১৪০	৮০৮২৮
গম বীজ	২৮১৭৭	২৭২০৮	১৬৫৩২	২০৮৬৬	১৮১৯৯	১৬৫৩২
ভুট্টাবীজ	২১৩	২৩৮	৫	৫৬	১৬	৫
আলু বীজ	২৫১৭৯	২২৫৬৮	২৬৪৫৩	২৫১৩৪	৩২৯০১	২৬৪৫৩
ডাল বীজ	১৭২৬	২৩৫৩	১৬৯৯	১৩১৪	২১৫০	১৬৯৯
তৈল বীজ	১৪২১	১৭৮২	৩২৬৬	১১৮৮	১৫১০	৩২৬৬
পাট বীজ	১০৪৪	১০৪৪	৮৮০	৭২৫	৯৫০	৯৫০
সবজি বীজ	১২৩	১১৫	৮৩	৭৬	৮৫	৮৩
মসলা জাতীয় বীজ	১০৯	১০৮	১০৪	৪৭	১১৮	১০৪
সর্বমোট	১৪০৪১৪	১৪০৩১৭	১২৯৫৬৮	১২৪০৩৩	১৩৬০৬৯	১২৯৯২০

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

সার

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে উচ্চ ফলনশীল জাত ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এসব উচ্চ ফলনশীল ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে মাটিতে জৈবসারের পাশাপাশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ফসল উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। এককভাবে ইউরিয়া সারের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট সার ব্যবহার করা হয়েছে ৪৭.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন যার মধ্যে ইউরিয়া ২২.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক সার ব্যবহারের পরিমাণ সারণি ৭.৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৩ঃ কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার

('০০০' মেট্রিক টন)

অর্থবছর	সারের নাম										মোট
	ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এসএসপি	এনপিকেএস	এমওপি	এএসপি	জিপসাম	জিংক	অন্যান্য	
২০০৯-১০	২৪০৯	৪২০	১৩৬	-	৫০	২৬৩	৫	২০	১০	-	৩৩১৩
২০১০-১১	২৬৫২	৫৬৪	৩০৫	-	৪০	৪৮২	৫	২৫	১২	-	৪০৮৫
২০১১-১২	২২৯৬	৬৭৮	৪০৯	-	২০	৬১৩	৬	১৫	১২	-	৪০৪৯
২০১২-১৩	২২৪৭	৬৫৪	৪৩৪	-	২৫	৫৭১	৯	৪০	২৪	১৯	৪০২৩
২০১৩-১৪	২৪৬২	৬৮৫	৫৪৩	-	২৭	৫৭৭	৩	১২৬	৪২	০.৪০	৪৪৬৫
২০১৪-১৫	২৬৩৮	৭২২	৫৯৭	-	২৭	৬৪০	৬	১২২	৩৯	-	৪৭৯১
২০১৫-১৬	২২৯১	৭৩০	৬৫৮		৪০	৭২৭	১০	২২৯	৫৩	-	৪৭৩৮

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।

সেচ ব্যবস্থাপনা

জলবায়ু পরিবর্তন এবং অপরিকল্পিতভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে দেশের ব্যাপক এলাকা শুকনো মৌসুমে সেচের পানি পাচ্ছে না। ফসলের নিবিড়তা ও ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি সু-পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থা গ্রহণ অন্যতম জরুরি। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার বৃদ্ধি করে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সেচ ব্যয় হ্রাসের ওপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। ক্ষুদ্র সেচের বিরাট অংশ বেসরকারি মালিকানাধীন হলেও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার দায়িত্ব সরকারের যাতে স্বল্প খরচে টেকসই সেচ সুবিধা প্রদান সম্প্রসারিত হয়। দক্ষ ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকার নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারকল্পে সম্ভাবনাময় এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, খাল পুনঃখনন, ভূপরিস্থ সেচনালা নির্মাণ, ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, বেড়িবাঁধ নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো নির্মান, শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন, গভীর নলকূপ পুনর্বাসন, পাহাড়ি এলাকায় ঝিঁরিবাঁধ নির্মাণ ও কূপ খনন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিএডিসি কর্তৃক স্থাপিত স্বয়ংক্রিয় ২০১টি অটো ওয়াটার লেভেল রেকর্ডারের মাধ্যমে প্রতি মুহূর্তের ডাটা সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং ডিজিটাল ডাটা ব্যাংক প্রস্তুত করার মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির তথ্য/উপাত্ত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হচ্ছে। এ তথ্য ব্যবহার করে ইতোমধ্যে Groundwater Zoning Map তৈরি করা হয়েছে এবং সময়ে সময়ে তা হালনাগাদ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে দেশের কোথায় কোন ধরণের সেচযন্ত্র ব্যবহার করা যাবে তা সহজেই নিরূপণ করা সম্ভব হবে। এছাড়া, স্মার্ট কার্ড/প্রি-পেইড মিটার স্থাপনের ফলে সেচচার্জ আদায় সহজতর হয়েছে এবং কৃষক সঠিক সময়ে ও পরিমাণ মতো ফসলে সেচ দিতে সমর্থ হচ্ছে। সেচ কাজের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি তথা সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলায় ১১টি সৌর চালিত সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। অন্যান্য জেলায়ও সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প স্থাপনের পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে। গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত বিএডিসি কর্তৃক ৬,৮১৪ কি.মি. খাল, ৭,৭০০ কি.মি. ভূগর্ভস্থ সেচনালা, ৬টি রাবার ড্যাম, ৬,৩৮০টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রায় ১৮,৮০৭টি সেচযন্ত্র ক্ষেত্রয়ানের মাধ্যমে ৪,৯৭,১৮৮ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বিএডিসি'র মাধ্যমে ১২টি সেচ প্রকল্প ও ৮টি সেচ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল সেচ প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে ৩৩৪.৩৬ কি.মি. খাল পুনঃখনন, ২৮৬টি সেচ অবকাঠামো, ৫২৪.৫৫ কি.মি. ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা, ২৮.৩ কি.মি. ভূ-পরিস্থ সেচনালা, ১৫৮টি গভীর নলকূপ, ৫৪৫টি শক্তিচালিত পাম্প, ২৯টি গভীর নলকূপ পুনর্বাসন, ৬১৩টি সেচযন্ত্রে বিদ্যুতায়ন, ২৯১টি স্মার্ট কার্ড প্রিপেইড মিটার স্থাপন, ১৪টি সোলার পাম্প স্থাপন, ৮,০০০ মিটার ফিতা পাইপ সরবরাহ করার সংস্থান রয়েছে যা জুন, ২০১৭ সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

সারণি ৭.৪ এ ২০০৯-১০ সাল থেকে বছর ভিত্তিক সেচকৃত জমির পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৪ঃ সেচকৃত জমির আয়তন

(লক্ষ হেক্টরে)

সেচ পদ্ধতি	২০০৯-১০*	২০১০-১১*	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (লক্ষ্যমাত্রা)
এলএল পিওঅন্যান্য	১১.০৭	১০.৩৯	১১.৪৫	১১.৯৬	১২.৪৬	১২.৫১	১৩.৪২	১২.৮৬
গভীর নলকুপ	৭.৭৩	৭.১৯	৭.৫৯	৯.৩৪	৮.৭৮	৯.৬২	১১.৯৪	৯.০৮
অগভীর নলকুপ (সারফেস/ডিপ/ভেরি-ডিপসেট)	৩৩.৩৭	৩৫.০৫	৩৪.১৮	৩২.৪২	৩২.৭৮	৩২.৩৫	২৯.৫৪	৩৩.১৮
মোট সেচ	**৫২.১৭**	**৫২.৬৩**	**৫৩.২২**	**৫৩.৭২**	**৫৪.০২**	**৫৪.৪৮**	**৫৪.৯০**	**৫৫.১২**

উৎসঃ বিবিএস,* ডিএই,কৃষি মন্ত্রণালয়।

বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সবগুলো জেলাতে সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত সর্বমোট ১৫,১৭৫টি গভীর নলকূপ ব্যবহার করে আউশ, আমন ও বোরো মৌসুমে সর্বমোট প্রায় ৬.৬৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ যাবৎ ৩,০৬৭টি পুকুর, ৬টি দীঘি ও ১,৭৪১ কিঃমিঃ খাস খাল/খাঁড়ি পুনঃখনন এবং উক্ত খালে ৭১৫টি পানি সংরক্ষণ কাঠামো (ক্রসড্যাম) নির্মাণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রায় ৯০ হাজার হেক্টরেরও অধিক আয়তনের জমিতে সম্পূরক সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রায় ১.১৩ লক্ষ কৃষক উপকার ভোগ করেছেন। সেচকাজে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে গোদাগাড়ী, পুঠিয়া ও চারঘাট উপজেলায় পদ্মানদী হতে পানি উত্তোলন করে খালে স্থানান্তর করে এবং সর্বমোট ১৬৫টি Low Lift Pump (LLP) স্থাপন করে পার্শ্ববর্তী প্রায় ৫,৫০০ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া বরেন্দ্র অঞ্চলের যে সকল এলাকায় কোন সেচযন্ত্র কার্যকর নয় এবং সেচ কাজ পরিচালনার কোন ব্যবস্থা ছিল না, সে সকল এলাকায় মোট ১১০টি পাতকূয়া খনন করে এলাকার জনসাধারণের খাবার পানির চাহিদা পূরণ করা সহ কম পানি প্রয়োজন হয় এমন ফসল চাষ করা হয়েছে। বর্তমানে খননকৃত ১০টি পাতকূয়ায় মাটির স্তরের চুয়ানো পানি ধারণ করাসহ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য কূয়ার উপর ফানেল আকৃতির সোলার প্যানেল স্থাপন করে সৌরশক্তি দ্বারা সেগুলো পরিচালনা করা হচ্ছে। ফলে উৎপাদিত বিদ্যুতের ব্যবহার সাশ্রয় করে প্রায় ৬৬ বিঘা জমিতে স্বল্প সেচ লাগে এমন ফসল আবাদ এবং খাবার ও গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়াও সেচকাজে Renewable Energy কাজে লাগিয়ে খাল/পুকুরের পানি ব্যবহারের জন্য সৌরশক্তি ব্যবহার করে সেচের পাম্প পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সেচের আওতাধীন এলাকা ক্রম বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন এলাকা ছিল ৫৩.২২ লক্ষ হেক্টর, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫৪.৯০ লক্ষ হেক্টর হয়েছে।

পাট ফসলের উৎপাদন

বর্তমানে বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে কৃত্রিম তন্তুর ক্ষতিকর প্রভাব হতে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য প্রাকৃতিক তন্তু হিসাবে পাটের দিকে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২০১০ সালে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন ২০১০' প্রবর্তন করা হয়েছে এবং উক্ত আইনবলে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা ২০১৩' প্রবর্তন করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালা অনুযায়ী বর্তমানে ১৭টি পণ্যে মোড়কীকরণে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উক্ত আইন এবং বিধিমালা কার্যকরের জন্য বহুমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে দেশে এবং বিদেশে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাটের জমি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালে ৮.১৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ করে ৯১.৭২ লক্ষ বেল পাট আঁশ উৎপাদিত হয়েছে, যা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে পাটের আবাদি জমি ও উৎপাদনের সর্বোচ্চ রেকর্ড।

এছাড়া পাট ফসল মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনবরতঃ ধান চাষের ফলে মাটির উপরের অংশে (Top Soil) খাদ্য উপাদান যে ঘাটতি দেখা দেয় পাটের প্রধান মূল মাটির গভীর থেকে খাদ্য উপাদান উপরে নিয়ে আসে। ফলে জমির উৎপাদনশীলতা তথা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যই শস্যক্রমে পাট অন্তর্ভুক্তি আবশ্যক।

বাংলাদেশের জলবায়ু পাট চাষের জন্য এতই উপযোগী যে, পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম মানের পাট বাংলাদেশে উৎপন্ন হয়।

কৃষি ঋণ

বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংককে কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিতরণ সহজতর করে এবং নতুন নতুন বিষয় সন্নিবেশ করে বিগত অর্থবছর সমূহের ন্যায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বর্ধিত কলেবরে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণের আওতা বৃদ্ধি, পল্লী এলাকায় ব্যাংকিং কর্মকান্ড সম্প্রসারণে কৌশলগত পদ্ধতি গ্রহণ, কৃষকদের অধিক হারে ব্যাংকমুখী করা তথা আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তিকরণ, আমদানি বিকল্প ফসল চাষে বাড়তি উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে মোট ১৬,৪০০.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৭,৬৪৬.৩৯ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রার ১০৭.৬০ শতাংশ) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ১৭,৫৫০.০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত তফসিলী ব্যাংকসমূহ কর্তৃক মোট ১২,১৫৮.৭১ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৬৯.২৮ শতাংশ। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১৭ মাস পর্যন্ত কৃষি ঋণ বিষয়ক উপাত্ত সারণি ৭.৫ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ৭.৫ঃ বছরওয়ারি কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
২০০৯-১০	১১৫১২.৩০	১১১১৬.৮৮	১০১১২.৭৫	২২৫৮৮.৫৮
২০১০-১১	১২৬১৭.৪০	১২১৮৪.৩২	১২১৪৮.৬১	২৫৪৯২.১৩
২০১১-১২	১৩৮০০.০০	১৩১৩২.১৫	১২৩৫৯.০০	২৫৯৭৪.৯৭
২০১২-১৩	১৪১৩০.০০	১৪৬৬৭.৪৯	১৪৩৬২.২৯	৩১০৫৭.৬৯
২০১৩-১৪	১৪৫৯৫.০০	১৬০৩৬.৮১	১৭০৪৬.০২	৩৪৬৩২.৮১
২০১৪-১৫	১৫৫৫০.০০	১৫৯৭৮.৪৬	১৫৪০৬.৯৬	৩২৯৩৬.৮০
২০১৫-১৬	১৬৪০০.০০	১৭৬৪৬.৩৯	১৭০৫৬.৪৩	৩৪৪৭৭.৩৭
২০১৬-১৭*	১৭৫৫০.০০	১২১৫৮.৭১	১০৮১৫.০৫	৩৬৩৮৮.৯৭

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

কৃষিখাতের সংস্কার

দেশের জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন খাত ও উপ খাত যেমন: কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম; সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ; কৃষি পণ্যের বিপণন; কৃষি সহায়তা ও পুনর্বাসন;

কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা; বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রম; শস্য সংরক্ষণসহ সামগ্রিক কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এ লক্ষ্যে বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমনঃ

- হাওর অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পুরণে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

বছরব্যাপী ফল উৎপাদন প্রাপ্তি ও ব্যবহারের মাধ্যমে পুষ্টি নিশ্চিতকরণ;

- ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ হ্রাস ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ প্রকল্প গ্রহণ এবং রির্চাজ ওয়েলের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমৃদ্ধকরণ;
- ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প গ্রহণএবং সৌরশক্তিতে পরিচালিত পাতকূয়ার মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ সুবিধা সম্প্রসারণ;
- কৃষি জমির যথাযথ ব্যবহার ও সারসহ অন্যান্য কৃষি-উপকরণের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সচেতনকরণ;

- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলায় বন্যা, খরা, লবণাক্ত ও অধিক তাপমাত্রা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন;
- ক্রপ জোনিং এর মাধ্যমে কোন্ ফসলের জন্য ে এলাকাটি উপযুক্ত তা নির্ধারণ;
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- আধুনিক চাষাবাদের কলাকৌশল কৃষক পর্যায়ে পৌছে দেয়ার জন্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি;
- কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাজারজাতকরণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ;
- কৃষি খাতে মৌসুমী শ্রমিকের ঘাটতি মোকাবেলায় কৃষি আধুনিকায়নের লক্ষ্যে খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;
- বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) এর উপকেন্দ্র স্থাপন;
- খামার যান্ত্রিকীকরণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ভর্তুকি প্রদান;
- বীজের সংকট দুর করে নির্দিষ্ট সময়ে কৃষকের হাতে উন্নত বীজ সরবরাহ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ হিমাগার স্থাপন;
- দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় মানসম্পন্ন বীজের ঘাটতি মোকাবেলায় পটুয়াখালীর দশমিনায় বীজ বর্ধন খামার ও নোয়াখালীর সুবর্ণ চরে ডাল ও তৈল বীজ বর্ধন খামার এবং বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন;
- কৃষক পর্যায়ে মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ;
- সেচ এলাকা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে পতিত জমিকে আবাদি জমিতে রূপান্তরিত করার কার্যক্রম গ্রহণ;
- ডিজিটাল কৃষি বাস্তবায়নে কৃষি তথ্য সেবা ও কমিউনিটি রেডিও কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কমিউনিটি রুরাল রেডিও স্টেশন স্থাপন;
- বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানির কল সেন্টারসমূহে যোগাযোগের মাধ্যমে কৃষি এবং কৃষি ভিত্তিক সেবার ব্যবস্থা গ্রহণ;

  ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (Agriculture Information & Communication Centre(AICC) স্থাপন;
- কৃষি এবং কৃষি ভিত্তিক সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ই-কৃষি সেবার উন্নয়ন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য Online Fertilizer Recommendation Software, Bangladesh Rice Knowledge Bank ইত্যাদি;
- কৃষি তথ্য সার্ভিসের প্রধান কার্যালয়ে ১টি কৃষি কল সেন্টার স্থাপন;
- আমদানীকৃত বীজের রোগ-বালাই পরীক্ষার জন্য Post-Entry Quarantine Centre স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ;
- শস্য সংগ্রহোত্তর ফসলের ক্ষতি কমানোর কার্যক্রম (Post Harvest Management) সম্প্রসারণ;
- ক্ষতিকর রাসায়নিক ও বালাইমুক্ত ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সবজি ও ফলে জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জনপ্রিয় করণ এবং মানসম্মত সবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য জৈব কৃষি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ;
- কৃষিখাতে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- সেচ কার্যক্রম দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বারিড পাইপ/ ফিতা পাইপের প্রচলন এবং সেচ কাজে প্রি-পেইড মিটার ও এনার্জি মেজারিং পদ্ধতি স্থাপন;
- পাটের জেনম সিকোয়েন্সিং এর উপর প্রায়োগিক গবেষণা, পাট চাষের এলাকা চিহ্নিতকরণ ও রিবন রেটিং প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, পাট ও পাট জাতীয় ফসলের লবণাক্ততা এবং অন্যান্য প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন এবং বহুমুখী পাটপণ্য উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করে ভূ-পরিস্থ পানির যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

- তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ;
- জেলা পর্যায়ে বিপণন অফিসগুলোকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতাভুক্তকরণ এবং হাট বাজারের বাজারদর ও তথ্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট www.dam.gov.bd-তে প্রচার এবং পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ।

মৎস্য সম্পদ

মৎস্য উৎপাদন

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় অর্থনীতিতে এ সম্ভাবনাময় সেক্টরের ভূমিকা ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৩.৬৫ শতাংশ মৎস্য খাতের অবদান। দেশের মোট কৃষিজ আয়ের ২৩.৮১ শতাংশ মৎস্য খাত থেকে আসে। দেশের রপ্তানি আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসে মৎস্য খাত থেকে। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ।মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ বৃদ্ধি করা এ খাতের একটি অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে-সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ, খাস জলাশয়ে মৎসজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ, বিল নার্সারি কার্যক্রম গ্রহণ ও মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ, মৎস্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, ঘের ও খাঁচায় মাছ চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ভরাট হয়ে যাওয়া নদী পুনঃখনন করে মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার এবং গবেষণার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। মৎস্য অধিদপ্তর মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য/চিংড়ি চাষি ও মৎস্যজীবীদের নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। এছাড়াও মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র্য মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন করছে। উল্লেখ্য, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় এবং চাষকৃত বদ্ধ জলাশয় থেকে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে যথাক্রমে ৪র্থ ও ৫ম স্থান অধিকার করেছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৮.৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৪০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। সারণি ৭.৬-এ ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন উৎসে মৎস্য উৎপাদন পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৬: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাত	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (লক্ষ্যমাত্রা)
১. অভ্যন্তরীণঃ									
(ক) মুক্ত জলাশয়									
নদী ও মোহনা	৮.৫৪	১.৮২	১.৪৫	১.৪৬	১.৪৭	১.৬৭	১.৭৫	১.৭৮	১.৮২
সুন্দরবন	১.৭৮	০.০৮	০.২২	০.২২	০.২২	০.১৭	০.১৮	০.১৭	০.১৭
বিল	১.১৪	১.২৭	০.৮২	০.৮৫	০.৮৯	০.৮৯	০.৯৩	০.৯৩	০.৯৭
কাপ্তাই হ্রদ	০.৬৯	০.০৭	০.০৯	০.০৮	০.০৯	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.১০
প্লাবনভূমি	২৮.১০	৭.০৫	৭.৯৭	৬.৯৬	৬.৮৬	৭.১৪	৭.৩০	৭.৪৫	৭.৬৮
উপ-মোট (মুক্ত জলাশয়)	**৪০.২৫**	**১০.৭৫**	**১০.৫৫**	**৯.৫৭**	**৯.৬১**	**৯.৯৫**	**১০.২৪**	**১০.৪৬**	**১০.৭৬**
(খ) চাষকৃত									
পুকুর	৩.৭২	১১.৩৯	১২.২০	১৩.৯২	১৪.৭৯	১৫.২৭	১৬.১৩	১৭.৩২	১৮.৩৩
বাওড়	০.০৬	০.০৯	০.৫১	০.০৫২	০.০৬	১.৯৩	০.০৭	০.০৮	০.০৮
অর্ধ আবদ্ধ	১.৩৩	০.৪৬	০.০৫	১.৩২	১.৩৯	০.০৭	২.০১	২.০৪	২.১৬
চিংড়ি খামার	২.৭৬	১.৫৬	১.৮৫	১.৯৬	২.০৪	২.১৬	২.২৩	২.৩৪	২.৪৭
পেন কালচার	০.০৮	-	-	-	-	০.১৩	০.১৬	০.১৩	০.১৩
কেজ কালচার	০.০০১	-	-	-	-	০.০১	০.০২	০.০২	০.০২
কাকড়া								০.১৩	০.১৩
উপ-মোট (চাষকৃত)	**৭.৯৫১**	**১৪.২৬**	**১৪.৬০**	**১৭.২৬**	**১৮.৬০**	**১৯.৫৬**	**২০.৬১**	**২২.০৬**	**২৩.৩৪**
মোট (অভ্যন্তরীণ)	**৪৭.০৩**	**২৪.০২**	**২৫.১৫**	**২৬.৮৩**	**২৮.৮১**	**২৯.৫১**	**৩০.৮৫**	**৩২.৫২**	**৩২.৪৯**
২. **সামুদ্রিকঃ**									
(ক) ইন্ডাস্ট্রিয়াল		০.৩৪	০.৪১	০.৭৩	০.৭৩	০.৭৭	০.৮৪	১.০৫	১.০৮
(খ) আর্টিসেন্যাল		৪.৮৩	৫.০৫	৫.০৫	৫.১৬	৫.১৯	৫.৫১	৫.২১	৫.৩১
মোট (সামুদ্রিক)	**-**	**৫.১৭**	**৫.৪৬**	**৫.৭৮**	**৫.৮৯**	**৫.৯৬**	**৫.৯৯**	**৬.২৭**	**৬.৩৯**

সর্বমোট	-	**২৮.৯৯**	**৩০.৬২**	**৩২.৬২**	**৩৪.১০**	**৩৫.৪৭**	**৩৬.৮৪**	**৩৮.৭৮**	**৪০.৫০**

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

মাছের রেনু ও পোনা উৎপাদন

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান শর্তই হচ্ছে গুণগত মানসম্পন্ন পোনার সহজলভ্যতা। পরিবেশ ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা যেমন অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, শস্য ক্ষেতে কীটনাশকের অপরিমিত ও অবাধ ব্যবহার, পানি দূষণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে প্রাকৃতিক উৎসে রেনু উৎপাদনসহ পোনা উৎপাদন ও আহরণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে হ্যাচারিগুলোতে রেনু উৎপাদনে অন্তঃপ্রজনন সমস্যা নিরসনে মৎস্য অধিদপ্তর ৩২ টি সরকারি খামারের মোগত উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের পর তা যথাযথভাবে পালন করে গুণগতমান সম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন করছে। এতে পোনার গুণগত মান নিশ্চিত হচ্ছে। এ মানসম্পন্ন ব্রুড মাছগুলো স্বল্প মূল্যে অন্যান্য বেসরকারি হ্যাচারি মালিকদের কাছে বিতরণ করা হচ্ছে। বর্ধিত পোনার চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে দেশে ১৩৮টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ৯০৭ টি হ্যাচারি পরিচালিত হচ্ছে। সারণি ৭.৭-এ গত কয়েক বছরের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মৎস্য হ্যাচারি'তে উৎপাদিত রেণু/পোনা উৎপাদন পরিসংখ্যান দেয়া হলোঃ

সারণি ৭.৭ঃ মৎস্য হ্যাচারি'তে রেণু/পোনার উৎপাদন

সাল	হ্যাচারির সংখ্যা		রেণু (মেট্রিক টন)			উৎপাদিত পোনার সংখ্যা (কোটি)		
	সরকারি	বেসরকারি	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট
২০০৯	১১৫	৮৮০	৪.৫২	৪৫৮.১৮	৪৬২.৭০	১.৬৬	৯৬০.০১	৯৬১.৬৭
২০১০	১২০	৮৬২	৫.৫৯	৪৬০.২০	৪৬৫.৭৯	২.১১	৯৮৩.৮৭	৯৮৫.৯৮
২০১১	১২৫	৮৪৫	৬.৮৪	৬১৭.৬৪	৬২৪.৪৮	২.১২	৮১৮.২১	৮২০.৩৩
২০১২	১২৫	৯০২	৯.০৭	৬২৬.৫২	৬৩৫.৫৯	২.১৪	৮২২.৬২	৮২৪.৭৬
২০১৩	১৩৪	৮৮৭	৯.০৪	৪৭৭.৩৪	৪৫৯.১১	১.৩৫	৯০০.১৫	৯০১.৫০
২০১৪	১৩৬	৮৯৩	৯.৮৭	৪৯২.৪৭	৫০২.৩৪	২.৩৪	১০২৮.৩৩	১০৩২.৬১
২০১৫	১৩৬	৮৫৭	১০.৪৬	৭০৫.১৯	৭১৫.৬৫	২.৫৯	৮২৮.০২	৮৩০.৬১
২০১৬	১৩৭	৮৯৯	১১.১৮	৬৬৮.২০	৬৭৯.৩৮	২.৭৮	৮২৮.৪৭	৮৩১.২৫

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি

ইলিশ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা নিশ্চিত করতে সরকার নানা প্রকার সময়োপযোগী এবং বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ সকল কার্যক্রমসমূহ সমন্বিতভ বাস্তবায়নের ফলে বিগত আট বছর ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। সরকার ইলিশ সম্পদ রক্ষা ও উন্নয়নে যে কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করছে সেগুলো হলো-

১. জাটকা রক্ষায় নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেরা যাতে ক্ষুধায় কষ্ট না পায় সেজন্য ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান

২. জাটকা আহরণে বিরত অতি দরিদ্র্য জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রমের জন্য উপকরণ সহায়তা বিতরণ

৩. নির্বিচারে জাটকা নিধন বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি এবং নভেম্বর হতে জুন মাস পর্যন্ত মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন

৪. মা ইলিশ রক্ষায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মোট ২২ দিন প্রজনন এলাকাসহ সমগ্র দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, বিপণন ও পরিবহন বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং আইন বাস্তবায়ন

৫.প্রতি বছর জাটকা রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন হলো অন্যতম।

জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে চিহ্নিত ৫টি ইলিশ অভয়াশ্রমে ইলিশসহ অন্যান্য মাছ ধরা বন্ধে বিভিন্ন গণমাধ্যমে যথাযথ প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়াও মৎস্য সংরক্ষণ আইনের আওতায় প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ, অবাধ প্রজনন নিশ্চিতকরণ ও নির্বিচারে জাটকা আহরণ বন্ধে জেলা প্রশাসন , বাংলাদেশ পুলিশ , বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড, র‍্যাব, বিজিবি এবং বিএফআরআই- এর সমন্বিত যৌথ অভিযান ও মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়াও জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় দেশের উপকুলীয় এলাকার জেলেদের জন্য ভিজিএফ খাদ্য সহায়তার পরিমাণ

ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে। এর আওতায় গত আট বছরে ২,৩৬,১৭৬টি পরিবারকে (২০০৯ হতে ২০১৬ পর্যন্ত) মোট ১,৯৬,৫৬৯ মে.টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মা ইলিশ ধরা বন্ধের সময়েও ভিজিএফ চাল দেওয়া হয়েছে। এর আওতায় চলতি বছরে ৩.৫৭ লক্ষ পরিবারকে ২০ কেজি হারে মোট ৭,১৩৪ মে.টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। জাটকা সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা এবং ইলিশ প্রজনন সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রায় ৩.৯৪ লক্ষ মে.টন ইলিশ উৎপাদিত হয়, যা ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ছিল ২.৯৯ লক্ষ মে.টন।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা

সরকার সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের গুরুত্ব বিবেচনা করে এর পরিবেশ তথা জীব-বৈচিত্র্য সুষম রাখার উদ্দেশ্যে সেন্টমার্টিন দ্বীপকে অভয়াশ্রম হিসেবে ঘোষণার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তাছাড়া, বৃহত্তর খুলনার দক্ষিণে ৬,০১৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অবস্থিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট সুন্দরবনের অধিকতর উন্নয়ন, মৎস্যসম্পদ বৃদ্ধি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বর্তমান সরকার সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলকে মৎস্য অভয়াশ্রম ঘোষণা করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের কাঙ্খিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরে গবেষণা ও জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্যসম্পদের মজুদ নির্ণয়, সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নির্ধারণ, মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি উদ্দেশ্যে আর ভি মীন সন্ধানী নামক গবেষণা ও জরিপ জাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে। এ জাহাজ দ্বারা ইতোমধ্যে চিংড়ি মাছের বর্তমান অবস্থা জানার জন্য ক্রুজ পরিচালনা করা হয়েছে এবং তলদেশীয় মাছের মজুদ নির্ণয়ের জন্য ক্রুজ পরিচালনা করা হবে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ভাসমান ও তলদেশীয় মৎস্য সম্পদের পূর্ণাঙ্গ জরিপ সম্পন্ন হবে। এছাড়া, জরিপ কাজ পরিচালনা ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় মৎস্য অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এফএও এর কারিগরি সহায়তায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। এছাড়া, সরকার সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গোপসাগরের মিডল গ্রাউন্ড ও সাউথ প্যাচেস-এর নিকটবর্তী ৬৯৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে। আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারিত হওয়ায় ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি এলাকায় মৎস্য আহরণে আইনগত ও ন্যায়সংগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে করে নতুন নতুন মৎস্য আহরণক্ষেত্র চিহ্নিত করে তলদেশীয় ও ভাসমান মৎস্য আহরণের এক দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। এ সম্পদ প্রত্যক্ষ জরিপের মাধ্যমে ভবিষ্যতে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য ফিশিং গ্রাউন্ড চিহ্নিতকরণ, মৎস্যসম্পদের প্রজাতিভিত্তিক মজুদ নিরূপণ এবং সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণ মাত্রা নির্ণয় করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তাছাড়াও বর্তমান সরকারের সময়ে দেশের উপকূলীয় জেলেদের মাঝে পরীক্ষামূলকভাবে জীবন রক্ষাকারী সামগ্রী ও মাছ ধরার সরঞ্জামসহ মোট ১১৮টি Fiber Re-enforced Plastic (FRP) নৌকা বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক এলাকায় ২০০ মিটার গভীরতার বাইরে এবং আন্তর্জাতিক জলসীমায় টুনা ও টুনা জাতীয় মৎস্য আহরণের জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশী উদ্যোক্তাগণের নিকট হতে মোট পাঁচটি লং লাইনার প্রকৃতির মৎস্য নৌযানের ট্রলারে লাইসেন্সের আবেদন পাওয়া গেছে যা বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য খাত ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ থেকে গুণগত মানসম্পন্ন হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, হংকং, সিংগাপুর, সৌদি আরব, সুদানসহ অন্যান্য উন্নত দেশে রপ্তানি হয়। Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) পদ্ধতি প্রর্বতনের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ি রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় এখাতে আশাতীত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ইউরোপিয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের নির্ধারিত মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় চিংড়ি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সকল স্তরে মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য HACCP এবং ট্রেসেবিলিটি (Traceability) ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ০.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪,২৮২.৮২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে (জানুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত) ০.৪৩ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ২,৬৪৫.৭০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ

স্থিরমূল্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান প্রাক্কলন করা হয়েছে ১.৬৬ শতাংশ। সার্বিক কৃষি খাতের জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ১৪.২১ শতাংশ। দৈনন্দিন খাদ্যে মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, চাষাবাদ, চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এ

উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম। গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ, স্বল্পমূল্যে হাঁস-মুরগির বাচ্চা সরবরাহ, জাত উন্নয়নের জন্য উৎপাদিত তরল ও হিমায়িত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ প্রভৃতি প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত দেশে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় যথাক্রমে ৫.৪৮ কোটি এবং ৩২.৬৩ কোটি । সারণি ৭.৮-এ দেশে প্রাণি ও পাখির পরিসংখ্যান দেয়া হলোঃ

সারণি ৭.৮ঃ প্রাণি ও পাখির সংখ্যা

(লক্ষ)

প্রাণি/পাখি	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৩-১৪	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭ (ফেব্রুয়ারি'১৭)
গরু	২৩০.৫১	২৩১.২১	২৩১.৯৫	২৩৩.৪১	২৩৪.৮৮	২৩৬.৩৬	২৩৭.৩৫	২৩৮.৮৫
মহিষ	১৩.৪৯	১৩.৯৪	১৪.৪৩	১৪.৫০	১৪.৫৭	১৪.৬৪	১৪.৭১	১৪.৭৬
ছাগল	২৩২.৭৫	২৪১.৪৯	২৫১.১৬	২৫২.৭৬	২৫৪.৩৯	২৫৬.০২	২৫৭.৬৬	২৬০.৪৮
ভেড়া	২৯.৭৭	৩০.০২	৩০.৮২	৩১.৪৩	৩২.০৬	৩২.৭০	৩৩.৩৫	৩৩.৭৯
মোট গবাদি প্রাণি	৫০৬.৫২	৫১৬.৬৬	৫২৮.৩৬	৫৩২.১১	৫৩৫.৯০	৫৩৯.৭২	৫৪৩.৫৭	৫৪৭.৮৭
মোরগ মুরগি	২২৮০.৩৫	২৩৪৬.৮৬	২৪২৮.৬৬	২৪৯০.০০	২৫৫৩.১১	২৬১৭.৭০	২৬৮৩.৯৩	২৭২৯.২০
হাঁস	৪২৬.৭৭	৪৪১.২০	৪৫৭.০০	৪৭২.৫৩	৪৮৮.৬১	৫০৫.২২	৫২২.৪০	৫৩৫.২৪
মোট হাঁস - মুরগি	২৭০৭.১২	২৭৮৮.০৬	২৮৮৫.৬৬	২৯৬২.৬৪	৩০৪১.৭২	৩১২২.৯৩	৩২০৬.৩৩	৩২৬৩.৪৪

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ পর্যন্ত।

প্রাণিজ উৎস হতে দেশে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য যেমন: দুধ, মাংস (গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি) এবং ডিমের পরিমাণ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি, ২০১৭) পর্যন্ত প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন সারণি ৭.৯-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৯ঃ দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

দ্রব্য	একক	উৎপাদন							
		২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭*
দুধ	লক্ষ টন	২৩.৬৫	২৯.৪৭	৩৪.৬৩	৫০.৬৭	৬০.৯০	৬৯.৭০	৭২.৭৫	৫২.৩০
মাংস	লক্ষ টন	১২.৬৪	১৯.৮৬	২৩.৩২	৩৬.২০	৪৫.২০	৫৮.৬০	৬১.৫২	৪৬.৫৯
ডিম	লক্ষ টি	৫৭৪২৪	৬০৭৮৫	৭৩০৩৮	৭৬১৭৩	১০১৬৮০	১,০৯,৯৫২	১,১৯,১২৪	৯৮,৭৫৮

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি২০১৭ পর্যন্ত।

গবাদি প্রাণির কৃত্রিম প্রজনন

বর্তমানে সাভারস্থ কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার ও জেলা কেন্দ্রে রক্ষিত উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন সংগ্রহ করে তরল ও হিমায়িত উপায়ে সমগ্র দেশব্যপী কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ৩,৭৫০টি কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে হিমায়িত ও তরল সিমেন ব্যবহার করে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি,২০১৭ পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৩.১৯ লক্ষ।

প্রতিরোধক টিকা ও চিকিৎসা প্রদান

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করার জন্য বর্তমানে ১৭ প্রকারের টিকা উৎপাদন,বিতরণ ও প্রয়োগ করে আসছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গবাদিপ্রাণির জন্য ১.১৫ কোটি ডোজ এবং পোল্ট্রির জন্য ১৬.০৮ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়েছে। একই সময়ে উৎপাদিত ও পূর্বের মজুত থেকে মোট ৮৯.৮৫ লক্ষ গবাদিপ্রাণির ও ১৩.৭৫ কোটি ডোজ হাঁস-মুরগির টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে। টিকা উৎপাদন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য ''টিকা উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকায়ন ও গবেষণাগার সম্প্রসারণ'' প্রকল্প চলমান আছে। এছাড়াও ট্রান্সবাউন্ডারী রোগ প্রতিরোধের জন্যে জলবন্দর, স্থলবন্দর ও বিমান বন্দরসমূহে ''প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ'' প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪ টি এ্যানিমেল কোয়ারেন্টাইন স্টেশনে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সার্বিক কৃষি খাতের বাজেট

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন ও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সার্বিক কৃষি খাতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি, খাদ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে মোট ১৭,৯২০ কোটি টাকা (অনুন্নয়ন

খাতে ১৪,৮২৯ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ৩,০৯১ কোটি টাকা) বরাদ্দ রয়েছে, যা মোট বাজেটের ৫.২৬ শতাংশ। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে ৯,০০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কৃষি ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট ৬৮০.৪৭ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। তাছাড়া, কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৭৫ কোটি টাকা, এর মধ্যে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত ছাড় করা হয়েছে ৪২.০৯ কোটি টাকা।